বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা
www.bb.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ১৬

তারিখ : ২৬ ভাদ্র, ১৪২২ / ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল বিমা প্রতিষ্ঠান

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সকল বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণীয় বিধানাবলী সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার।

প্রিয় মহোদয়,

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ ও ২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইন ও উক্ত আইনের আওতায় জারীকৃত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পরিপালনে বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারী করা হলো ঃ

১। পরিপালন কাঠামো ঃ

১.১ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা ঃ

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর নির্দেশনাবলীর সমন্বয়ে প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা থাকবে যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে। উক্ত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনতে হবে। বিমা প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক ভিত্তিতে নীতিমালাটি পর্যালোচনা করবে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে হালনাগাদ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করবে।

১.২ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে অঙ্গীকার ঘোষণা ঃ

বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১.৩ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (Central Compliance Unit) ঃ

(১) বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখার জন্য এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালনার্থে-

(ক) প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট' (Central Compliance Unit) প্রতিষ্ঠা করবে যা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক তত্ত্বাবধান করতে হবে। উল্লিখিত 'উর্ধ্বতন কর্মকর্তা' প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti Money Laundering Compliance Officer-CAMLCO)

নামে অভিহিত হবেন। উল্লেখ্য, প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা (বিমা প্রতিষ্ঠানে) থাকতে হবে, তন্মধ্যে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কর্মরত হতে হবে। প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্পর্কিত তথ্যাদি (পরিশিষ্ট-ক) প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে লিখিতভাবে বিএফআইইউ-কে অবহিত করতে হবে। প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান নিজ প্রতিষ্ঠানের আকার, ব্যাপ্তি, কার্যক্রম, গ্রাহকের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক 'কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট' (Central Compliance Unit)-এ উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করবে।

(খ) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলী ও এতদ্‌বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(২) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(৩) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিমা প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর অবগতি ও নির্দেশনার জন্য দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদনে এ সার্কুলারের ৮.৩ (১) এ বর্ণিত বিষয়সমূহসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রধান নির্বাহীর নির্দেশনা ও মতামতসহ প্রতিবেদনটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবেদনটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিক শেষ হওয়ার ২ (দুই) মাসের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট নিম্নে উল্লিখিত ১.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক শাখা/এজেন্ট/ইউনিট পর্যায়ে পরিপালন কর্মকর্তা মনোনয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে মনোনয়নপূর্বক মনোনীত কর্মকর্তাকে তার দায়িত্বসমূহ লিখিতভাবে অবহিত করবে।

(৫) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট শাখা/এজেন্ট/ইউনিট সমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী জারী করবে যেখানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে লেনদেন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৬) মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধ সম্পর্কিত কোন সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ হবার সাথে সাথে উক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন হিসাব/পলিসি পরিচালিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিমা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

১.৪ শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ঃ

(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনাবলী এবং বিমা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা/এজেন্ট/ইউনিট-এ একজন ঊর্ধ্বতন এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Branch/Agent/Unit Anti Money Laundering Compliance Officer-BAMLCO/AAMLCO/UAMLCO) মনোনীত করবে। শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর সকল নির্দেশনা এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালার বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মনোনয়নপত্রে তার কর্মপরিধি এবং দায় দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

(২) শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা শাখা/এজেন্ট/ইউনিটের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা করবেন এবং উক্ত সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর অন্যান্য নির্দেশনার পরিপালন পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ঃ

- গ্রাহক পরিচিতি (KYC)
- লেনদেন মনিটরিং (Transaction Monitoring)
- সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও রিপোর্টিং (Suspicious Transaction Reporting)
- রেকর্ড সংরক্ষণ (Record Keeping)
- প্রশিক্ষণ (Training)

২। গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা ঃ

গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠানের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। উক্ত নীতিমালায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

(১) বেনামে বা ছদ্মনামে বা শুধুমাত্র নম্বরযুক্ত কোন গ্রাহকের হিসাব/পলিসি খোলা যাবে না।

(২) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোন হিসাব/পলিসি খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এর ২ (ছ) নং বিধিতে সংজ্ঞায়িত রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে। এই তালিকাসমূহ http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৮ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিলভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে।

৩। গ্রাহক পরিচিতি ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এবং বিমা প্রতিষ্ঠান খাতকে এ বিষয়ক ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখার জন্য গ্রাহক পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ এবং যাচাই প্রক্রিয়া (Know Your Customer-KYC) সম্পাদন করতে হবে।

৩.১ গ্রাহকের সংজ্ঞা ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহক পরিচিতি ও যাচাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহক বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে ঃ

(১) বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনরূপ হিসাব/পলিসি সংরক্ষণ করে বা বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনরূপ ব্যবসায়িক সম্পর্ক (হিসাব/পলিসি) রয়েছে এমন যে কোন ব্যক্তি বা সত্তা;

(২) হিসাব বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) বা তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা সত্তা যার পক্ষে হিসাব/পলিসি পরিচালিত হয়;

(৩) বিদ্যমান আইনী কাঠামোর আওতায় হিসাব/ব্যবসায়িক সম্পর্ক কোন পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক পরিচালিত হলে উক্ত হিসাব বা লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগীও গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৩.২ Customer Due Diligence ঃ

১) Customer Due Diligence (CDD) বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকরণ ও সনাক্তকরণসহ হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ এবং যাচাইকরণ (KYC), CDD প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

২) গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে-

(ক) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;

(খ) বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে আর্থিক লেনদেন সংঘটনের সময়;

(গ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে ইতোপূর্বে গ্রাহকের পরিচিতির স্বপক্ষে যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বা সঠিক নয়; এবং

(ঘ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত এরূপ সন্দেহ হলে।

৩) গ্রাহকের পরিচিতি এবং বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান তাদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পর্যাপ্ত (পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক) তথ্য সংগ্রহ করবে। "সংস্থার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে" বলতে বিদ্যমান নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক CDD সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাকে বুঝাবে। "পূর্ণাঙ্গ (Complete)" বলতে প্রযোজ্য ব্যক্তি/সংস্থার পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সন্নিবেশকে বুঝাবে। উদাহরণস্বরূপঃ ব্যক্তির (সত্তার ক্ষেত্রে) নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা, পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/গ্রহণযোগ্য পরিচিতিমূলক ছবিযুক্ত আইডি কার্ড, ফোন/মোবাইল নম্বর ইত্যাদি। "সঠিক (Accurate)" বলতে পূর্ণাঙ্গ এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যার সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে।

৪) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি হিসাব/পলিসি পরিচালনা করে/ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৫) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে/ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৬) যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন ঃ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের পাবলিক ডকুমেন্টে High Risk and Non-Cooperative Jurisdictions হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সেসব দেশের কোন ব্যক্তি বা সত্তার (আইনগত প্রতিনিধি, বিমা প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন প্রতিষ্ঠান) সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা এবং লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতামূলক Enhanced Due Diligence (৩.৪ নং অনুচ্ছেদ) সম্পন্ন করতে হবে।

৭) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্তকরণপূর্বক প্রতিষ্ঠানের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে ঃ

ক) যদি কোন গ্রাহক অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে হিসাব/ব্যবসায়িক সম্পর্ক পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

খ) যদি কোন হিসাব/পলিসির অর্থের উৎস হিসাব/পলিসিধারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি হয় সে ক্ষেত্রে হিসাবের অর্থ যোগানদাতার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

গ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার হোল্ডার অথবা ২০% বা তদূর্ধ্ব একক শেয়ারহোল্ডারকে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী বিবেচনায় তার/তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৮) জীবনবিমা এবং অন্যান্য বিনিয়োগমূলক বিমা পলিসির ক্ষেত্রে প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিত হওয়ামাত্রই বিমা কোম্পানীগুলো CDD করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

ক) প্রকৃত সুবিধাভোগী যদি ব্যক্তি, সত্ত্বা বা আইনি ব্যবস্থা হয়ে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সত্ত্বা বা আইনি ব্যবস্থার নাম এবং ঠিকানা সংগ্রহ করবে;

খ) প্রকৃত সুবিধাভোগী যদি অন্য কোন বৈশিষ্ট্য, শ্রেণী বা মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে তবে বিমা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট প্রকৃত সুবিধাভোগীর পর্যাপ্ত তথ্য এমনভাবে সংগ্রহ করবে যেন পলিসির অর্থ/মূল্য ফেরত প্রদানের সময় প্রকৃত সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করা যায়;

গ) ক এবং খ উভয় ক্ষেত্রেই পলিসির অর্থ/মূল্য ফেরত প্রদানের সময় প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচয় যাচাই করবে।

৩.৩ Customer Due Diligence সম্পাদন করা সম্ভব না হলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার করণীয় ঃ

গ্রাহকের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে অথবা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে অর্থাৎ গ্রাহক পরিচিতির সন্তোষজনক তথ্য প্রাপ্তি এবং তা যাচাই সাপেক্ষে CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

১) বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো উক্তরূপ গ্রাহকের হিসাব/পলিসি খুলবে না বা প্রয়োজনে বিদ্যমান হিসাব/পলিসি বন্ধ করে দিবে;
২) বিদ্যমান এরূপ হিসাব/পলিসি বন্ধ করার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং হিসাব/পলিসি বন্ধ করার পূর্বে হিসাব/পলিসি বন্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে;
৩) ক্ষেত্রমত এরূপ গ্রাহকের বিষয়ে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

৩.৪ Enhanced Due Diligence ঃ

(১) প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান এর গ্রাহক/ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির সকল জটিল, অস্বাভাবিক বা বৃহদাংকের লেনদেন (যথাযথ আর্থিক বা আইনগত উদ্দেশ্য অনুপস্থিত) নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। যেসব ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি অধিকতর মর্মে প্রতীয়মান হয় সেসব ক্ষেত্রে বিমা প্রতিষ্ঠানকে Enhanced CDD সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণের নিমিত্তে গ্রাহকের হিসাব/ব্যবসায়িক সম্পর্ক/লেনদেন নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। Enhanced CDD এর জন্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাগুলো নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করবে-

ক) গ্রাহক/ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি/সত্তার সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য (পেশা, সম্পদের পরিমাণ, লেনদেনের ব্যাখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ করবে এবং নিয়মিত বিরতিতে তা হালনাগাদ করবে;

খ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার উপযুক্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

(২) বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো জীবনবিমা পলিসির সুবিধাভোগীকে এ সম্পর্কিত ঝুঁকি নির্দেশকের মাধ্যমে যাচাই করে দেখবে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন ধরণের Enhanced Due Dilligence (EDD) এর প্রয়োজন আছে কি না। যদি বিমা কোম্পানীর কাছে সংশ্লিষ্ট আইনি সত্ত্বা বা আইনি ব্যবস্থা উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হয় তবে Enhanced Due Dilligence (EDD) সম্পন্ন করতে হবে যার মধ্যে পলিসির অর্থ/মূল্য ফেরত প্রদানের সময় পলিসির প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচয় চিহ্নিতকরণ এবং যাচাইকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.৫ গ্রাহকের হিসাব/পলিসি পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

(১) প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের হিসাব/পলিসি খোলার সময় তার গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করবে এবং গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় ৩.২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত CDD সম্পন্ন করার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা যাচাইসহ CDD সম্পাদনপূর্বক তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করবে। প্রত্যেক বিমা প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতি ও CDD সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অধিক তথ্য সংগ্রহ করবে। "সংস্থার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে" এর ব্যাখ্যা ৩.২ (৩) অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

(২) প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে Risk Based Approach অনুসরণ করবে। গ্রাহকের ঝুঁকি নিরুপণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পেশা বিস্তারিত বিশ্লেষণকরতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, ব্যবসায়ের এলাকা, ব্যবসায়ের আকার, হিসাবের/পলিসির প্রকৃত সুবিধাভোগী ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিশেষ দিক বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহককে উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে শ্রেণীকরণ করতে হবে। চাকুরির ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতঃ বিশেষ করে চাকুরির প্রকৃতি ও দায় দায়িত্বের নিরিখে ঝুঁকি নিরুপণ করতে হবে। গ্রাহক উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

(৩) প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য (KYC) হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রক্রিয়া প্রতি দুই বছর অন্তর সম্পন্ন করতে হবে এবং উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রক্রিয়া এক বছর অন্তর সম্পন্ন করতে হবে। তবে গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্যের যে কোন পরিবর্তন অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তা হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোন প্রয়োজন অনুভূত হলে যে কোন সময়েই গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। হালনাগাদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় অবিলম্বে এসব হিসাবের ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে।

৩.৬ সশরীরে অনুপস্থিত বা দূরবর্তী গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

বিমা প্রতিষ্ঠান তাদের সশরীরে অনুপস্থিত বা দূরবর্তী গ্রাহককে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিরসনের নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে।

সশরীরে অনুপস্থিত বা দূরবর্তী গ্রাহক বলতে ঐ সকল গ্রাহককে বুঝাবে যারা বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট অফিসে সশরীরে উপস্থিত না হয়ে এজেন্টের মাধ্যমে বা নিজের পেশাদার প্রতিনিধির (আইনজীবী, একাউনটেন্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে হিসাব/পলিসি খুলে থাকে এবং পরিচালনা করে থাকে।

৩.৭ Politically Exposed Persons (PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

Politically Exposed Persons (PEPs) এর হিসাব/পলিসি খোলা ও হিসাব/পলিসি পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের ৩.২, ৩.৩, ৩.৪ ও ৩.৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি নিম্নের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) বিমা প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী PEPs কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে;

খ) বিমা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে;

গ) কোন PEP এর হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

ঘ) তাদের হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।

উল্লেখ্য, Politically Exposed Persons (PEPs) বলতে "individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

PEPs এর পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য হবে। তবে এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'PEPs' হিসেবে কোন মধ্যম বা অধস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

৩.৮ প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons) ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

বিমা প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। এ ধরণের গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতীয়মান হলে ৩.২, ৩.৩, ৩.৪ ও ৩.৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি অনুচ্ছেদ ৩.৭ এর খ হতে ঘ ক্রমিকে বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রভাবশালী ব্যক্তি বলতে "individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions, for example Head of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

প্রভাবশালী কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনা তাদের পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'প্রভাবশালী ব্যক্তি' হিসেবে কোন মধ্যম বা অধস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

৩.৯ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

বিমা প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। এ ধরণের গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতীয়মান হলে ৩.২, ৩.৩, ৩.৪ ও ৩.৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি অনুচ্ছেদ ৩.৭ এর খ হতে ঘ ক্রমিকে বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলতে "persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organization refers to members of senior management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions" কে বুঝাবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনা তাদের পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান' বা 'উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা' হিসেবে কোন মধ্যম বা অধস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

৪। ঝুঁকি ভিত্তিক এপ্রোচ (Risk Based Approach) অনুসরণঃ

বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের গ্রাহক, পণ্য/সেবা, তৃতীয় পক্ষ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ করবে এবং সময়ে সময়ে উক্ত ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫। নতুন সেবা বা প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয় (New Service or Technology) ঃ

বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রযুক্তি নির্ভর নতুন কোন সেবা বা পদ্ধতি প্রচলন বা প্রচলিত সেবা বা পদ্ধতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উক্ত সেবা বা পদ্ধতির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি চিহ্নিত করবে, তার মাত্রা নিরূপণ করবে এবং এরূপ সেবা বা পদ্ধতি হতে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬। লেনদেন মনিটরিং ঃ

(১) প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের লেনদেন নিয়মিত মনিটর করবে।

(২) সকল জটিল, স্বাভাবিকের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আপাতদৃষ্টিতে যে সকল লেনদেনের কোন আর্থিক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈধ উদ্দেশ্য নেই এরূপ লেনদেন অধিকতর গুরুত্ব সহকারে মনিটর করতে হবে ।

(৩) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হিসাবের ঝুঁকি পর্যালোচনা করার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হিসেবে শ্রেণীকৃত হিসাবের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা বা Enhanced Due Diligence (EDD) অবলম্বন করতে হবে।

৭। সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR) ঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন।

(২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে বিমা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন।

(৩) বিমা প্রতিষ্ঠানের শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা রিপোর্টকৃত লেনদেন বা কার্যক্রম অবিলম্বে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন। বর্ণিত লেনদেন বা কার্যক্রমটি সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হলে তা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট শাখা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে অবিলম্বে goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিলের পাশাপাশি 'পরিশিষ্ট-খ' তে সংযুক্ত ফরম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদিসহ বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করবে।

(৫) বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

(৬) সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।

(৭) শাখা/এজেন্ট/ইউনিট পর্যায়ে কোন লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত না হলেও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের কোন লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে অনুচ্ছেদ ৭(৪) মোতাবেক সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করতে হবে।

৮। Self Assessment এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিমা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত Self Assessment Report পর্যালোচনা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক পরিদর্শন সম্পাদন করার সময়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে নিরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য উক্ত বিভাগটিতে পর্যাপ্ত লোকবল নিশ্চিত করতে হবে যাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনা এবং এ বিষয়ক নিজস্ব নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে।

৮.১ শাখাসমূহের করণীয় ঃ

(১) প্রতিটি শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কর্তৃক Self Assessment এর জন্য নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **'গ'**) এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে;

(২) আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপক/এজেন্ট/ইউনিট প্রধানের সভাপতিত্বে শাখা/এজেন্ট/ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। উক্ত সভায় শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়ার উপর আলোচনা করতে হবে, চিহ্নিত সমস্যা শাখা/এজেন্ট/ইউনিট পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভবপর হলে শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কর্তৃক অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভাগুলোতে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে; এবং

(৩) প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মূল্যায়ন প্রতিবেদন, এ বিষয়ে শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে।

৮.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের করণীয় ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখা/এজেন্ট/ইউনিট সমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই করে কোন শাখা/এজেন্ট/ইউনিট-এ কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট শাখা/এজেন্ট/ইউনিট পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটকে অবহিত করতে হবে।

(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ তাদের নিজস্ব এবং নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন শাখা/এজেন্ট/ইউনিটের পরিদর্শন/ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট শাখা/এজেন্ট/ইউনিটের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদনে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজন করবে।

(৩)অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখা/এজেন্ট/ইউনিট সমূহের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থার বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে সংযোজিত অনুচ্ছেদের কপি বিমা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরাবরে প্রেরণ করবে।

৮.৩ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের করণীয় ঃ

(১) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট শাখা/এজেন্ট/ইউনিট সমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা/এজেন্ট/ইউনিট এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং বিমা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখা/এজেন্ট/ইউনিট সমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

(ক) মোট শাখা/এজেন্ট/ইউনিটের সংখ্যা এবং শাখা/এজেন্ট/ইউনিট হতে প্রাপ্ত মোট সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের সংখ্যা;

(খ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখা/এজেন্ট/ইউনিটের সংখ্যা এবং শাখা/এজেন্ট/ইউনিট সমূহের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থার (Compliance Status) সারসংক্ষেপ;

(গ) প্রাপ্ত সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে অধিক সংখ্যক শাখা/এজেন্ট/ইউনিটে একই ধরণের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা; এবং

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।

আলোচ্য প্রতিবেদনটি ১.৩(৩) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) শাখা/এজেন্ট/ইউনিট সমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা/এজেন্ট/ইউনিট এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই করে কোন শাখা/ এজেন্ট/ইউনিটে কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখা/এজেন্ট/ইউনিটটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

৯। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction) ঃ

(১) প্রত্যেক বিমা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা জারী করবে, সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্ররিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবে।

(২) প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার সংজ্ঞা এ সার্কুলারের ২(২) অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

(৩) প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন রেজুলুশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার নামে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন/স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার নামে হিসাব/পলিসি রয়েছে কিনা বা কোন লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন/স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন হিসাব/পলিসি বা লেনদেন চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিমা প্রতিষ্ঠান উক্ত হিসাবের লেনদেন বা লেনদেনটি স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

(৪) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলুশন ১৩৭৩ (২০০১) এর আওতায় বিদেশী সরকার বা বিদেশী এফআইইউ এর অনুরোধে বিএফআইইউ হতে প্রেরিত বা উক্ত রেজুলুশনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার সাথে হিসাব/পলিসি বা অন্য কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য বিমা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন হিসাব/পলিসি চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উক্ত হিসাব/পলিসির লেনদেন স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

১০। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ঃ

১০.১ নিয়োগ ঃ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে বিমা প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করবে যাতে কোন স্তরের কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান এ ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়।

১০.২ প্রশিক্ষণ- বিমা কর্মকর্তা ঃ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক বিমা প্রতিষ্ঠান তাদের সকল কর্মকর্তাদের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করবে।

১০.৩ শিক্ষণ- বিমা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক ঃ

(১) বিমা প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের হিসাব/পলিসি খোলার প্রাক্কালে যাচিত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ ও দলিলাদি দাখিলের যৌক্তিকতার বিষয়ে গ্রাহককে অবহিত করবে এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময় সময় লিফলেট বিতরণ এবং প্রতিটি শাখার দৃশ্যমান স্থানে এ বিষয়ক পোস্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করবে।

(২) এছাড়া Corporate Social Responsibility (CSR) এর আওতায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, তথ্যচিত্র ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

১১। রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ ঃ

(১) গ্রাহকের হিসাব/পলিসি সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য বা দলিলাদি হিসাব/ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে;

(২) গ্রাহকের KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সংগৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি, হিসাব/পলিসি সংক্রান্ত দলিলাদি, ব্যবসায়িক পত্র যোগাযোগ এবং কোন গ্রাহকের বিষয়ে কোন প্রতিবেদন প্রণীত হলে এ সকল তথ্যাদি/দলিলাদি গ্রাহকের হিসাব/পলিসি বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) সংরক্ষিত তথ্যাদি অপরাধ কার্যক্রমের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দালিলিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে হবে।

(৪) গ্রাহকের KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে গৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি বিএফআইইউ এর চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করবে।

১২। বিমা প্রতিষ্ঠানের জন্য ইতঃপূর্বে জারীকৃত নিম্নোক্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা বলবৎ থাকবে।

সার্কুলার/সার্কুলার লেটার নং	জারীর তারিখ	বিষয়
এএমএল সার্কুলার নং-২২	২১ এপ্রিল, ২০০৯	সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ জারী প্রসঙ্গে।
এএমএল সার্কুলার নং-২৮	০৫ জুলাই, ২০১১	Guidance Notes on AML&CFT for Insurance Companies
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার-০১	৩০ জানুয়ারি, ২০১২	বিএফআইইউ নামকরণ প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার নং-০২	১৫ মার্চ, ২০১২	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ জারী প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার নং-০৭	১৪ জুলাই, ২০১৩	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারী প্রসঙ্গে।

১৩। অনুচ্ছেদ ১২ এ উল্লিখিত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার ব্যতীত এ সার্কুলার জারীর পূর্বে বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ বা বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত অন্য সকল সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা এ মাস্টার সার্কুলারের নির্দেশনা দ্বারা প্রতিস্থাপিত মর্মে বিবেচিত হবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী ঃ মোট ০৮ (আট) পৃষ্ঠা।

(মোঃ নাসিরুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১১৮

প্রতিলিপি নং- বিএফআইইউ(পলিসি)-২/২০১৫- তারিখ : উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১. সকল বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বগুড়া/সিলেট/সদরঘাট,ঢাকা/বরিশাল/রংপুর।
৩. নির্বাহী পরিচালক, গভর্নর মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের সাথে সংযুক্ত উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর, ঢাকা।
৮. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, মিরপুর-২, ঢাকা।
৯. মহাসচিব, দি ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ, বিএসআরএস ভবন, ১০ম তলা, ১২, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০. প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক, বীমা নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।

(মোঃ ফেরদৌস কবির)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ৯৫৩০০১০-৭৫/২৪৫৫
ই-মেইলঃ mf.kabir@bb.org.bd

বিমা প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) সম্পর্কিত তথ্যাদি

নাম	বাংলায় ঃ
	ইংরেজীতে ঃ
পদবী	
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থেকে কত ধাপ নিচের পদ	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
এএমএল/সিএফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	
জন্ম তারিখ	
জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট নম্বর	
পিতার নাম	
মাতার নাম	
ঠিকানা	বর্তমান ঃ
	স্থায়ী ঃ
ফ্যাক্স নম্বর	
ল্যান্ড ফোন নম্বর	
মোবাইল ফোন নম্বর	
ই-মেইল ঠিকানা	

SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR)

(Insurance Company)

A. Reporting Institution :

1. Name of the Insurance Company:
2. Name of the Branch/Agent/Unit:
3. Date of report :

B. Suspect Policy Details :

1. Policy Number:
2. Name of the Policy:
3. Nature of the Policy:
4. Nature of ownership:
   [Individual/Proprietorship/Partnership/Company/other, (pls. specify)]
5. Date of issuance of Policy:
6. Address:

C. Policy holder details :

1. Name of the policy holder:
2. Address (Present & Permanent):
3. Profession of the policy holder:
4. Nationality:
5. Other policy(s) number (if any):
6. Other business:
7. Father's name:
8. Mother's Name:
9. Spouse Name:
10. Date of birth:
11. Place of Birth:
12. Birth Registration No.:
13. National ID No.:
14. Passport No.:
15. TIN

D. Beneficiary details :

1. Name of the Beneficiary:	
2. Relation with the policy holder.	
3. Address (Present & Permanent):	
4. Profession:	
5. Nationality:	
6. Other Policy (s) number (if any):	
7. Other business:	
8. Father's name:	
9. Mother's Name:	
10. Spouse Name:	
11. Date of birth:	
12. Place of Birth:	
13. Birth Registration No.:	
14. National ID No.:	
15. Passport No.:	
16. TIN:	

E. Reasons for considering the transaction(s) as unusual/suspicious

(Mention reason of suspicion and consequence of events) [To be filled by the BAMLCO/AAMLCO/UAMLCO]

Signature :
(BAMLCO/AAMLCO/UAMLCO or Branch/Agency/Unit Manager)
Name :
Designation :
Date :
Phone :

F. Reasons for considering the transaction(s) as unusual/suspicious
(Mention summary of suspicion) [To be filled by the CAMLCO]

Signature :

(CAMLCO or authorized officer of CCU)

Name :
Designation :
Date :
Phone :

*** Documents to be enclosed**

1. Policy application form along with submitted documents
2. KYC Profile
3. Other relevant documents

বিমা প্রতিষ্ঠানের নাম

প্রধান কার্যালয়/---- শাখা/---- এজেন্ট/----ইউনিট।

<u>প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কর্তৃক Self Assessment পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয়</u>

প্রতিটি বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালার আলোকে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নমালার বিস্তারিত উত্তর প্রদানের মাধ্যমে Self Assessment পদ্ধতিতে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করবে ঃ

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	প্রধান কার্যালয়/শাখা/ এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের বর্তমান-অবস্থা	গৃহীতব্য কার্যক্রম/সুপারিশ
১. প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ে মোট কর্মকর্তার সংখ্যা কত (পদানুযায়ী)? কতজন কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ? (শতকরা হার)	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড যাচাই করতে হবে।		
২.ক) প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO/BAMLCO/AAMLCO/UAMLCO) জেষ্ঠ্য ও অভিজ্ঞ কিনা? বিগত দুই বছরে তিনি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না? খ) প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম যথানিয়মে পরিপালিত হচ্ছে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে CAMLCO/BAMLCO/AAMLCO/UAMLCO নির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য সময় পর পর এবং কার্যকর প্রক্রিয়ায় মনিটরিং ও পর্যালোচনা করে থাকেন কিনা?	CAMLCO/BAMLCO/ AAMLCO /UAMLCO কর্তৃক – KYC কার্যক্রমের যথার্থতা মনিটরিং করা হয় কিনা? যথাযথভাবে Transaction মনিটরিং এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (ইন্টারনাল রিপোর্টসহ) করা হয় কিনা? যথাযথভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয় কিনা? STR সনাক্তকরণে ব্যবস্থা নেয়া হয় কিনা?		
৩. CAMLCO/BAMLCO/AAMLCO/UAMLCO সহ প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত আছেন কি?	বিষয়টি যাচাইয়ের পদ্ধতি কী?		
৪. প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয় পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয় কিনা?	সভার আলোচ্যসূচি সকলের অবগতির জন্য বণ্টন করা হয় কিনা? সভায় কী কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে? সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কিভাবে বাস্তবায়িত হয়?		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	প্রধান কার্যালয়/শাখা/ এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের বর্তমান-অবস্থা	গৃহীতব্য কার্যক্রম/সুপারিশ
৫. সকল প্রকার হিসাব/পলিসি খোলা ও লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং সময়ে সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসারে গ্রাহক পরিচিতি সন্তোষজনকভাবে গ্রহণ করা হয় কিনা ?	গ্রাহক পরিচিতির যথার্থতা কিভাবে যাচাই করা হয়? কিভাবে তা প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে? KYC সম্পাদনকালে গ্রাহকের তহবিলের উৎস যাচাই করা হয় কিনা? হিসাব/পলিসির প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্ত করা হয় কিনা এবং তা যাচাই এর প্রক্রিয়া সন্তোষজনক কিনা? পলিসির অর্থ/মূল্য ফেরৎ প্রদানের সময় প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচয় যাচাই করা হয় কিনা? পলিসির অর্থ/মূল্য ফেরৎ প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় কিনা? উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির নিরীখে অতিরিক্ত তথ্য (EDD) সংগ্রহ করা হয় কিনা?		
৬. বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না?	এ বিষয়ক নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে উক্ত নীতিমালা প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ ইউনিট কার্যালয়ে কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?		
৭. প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয় গ্রাহকের KYC Profile এর তথ্য বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় পর পর পুনঃমূল্যায়নপূর্বক হালনাগাদ করে কিনা?	কী পদ্ধতিতে এরূপ মূল্যায়ন সম্পাদিত হয়ে থাকে?		
৮. সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর অধীন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয় কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?	জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্য ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	প্রধান কার্যালয়/শাখা/ এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের বর্তমান-অবস্থা	গৃহীতব্য কার্যক্রম/সুপারিশ
	ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকা প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ে সংরক্ষণ ও তদানুসারে হিসাব/পলিসি ও লেনদেন কার্যক্রম যাচাই করা হয় কিনা? প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয় এ বিষয়ক নিজস্ব কোন Mechanism অনুসরণ করে কি না? এরূপ কোন ব্যক্তি বা সত্তার নামে প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ে পরিচালিত হিসাব/ পলিসির (যদি থাকে) বিষয়ে বিএফআইইউ কে অবহিত করা হয় কিনা?		
৯. এ যাবৎ প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয় কর্তৃক কতগুলো সন্দেহজনক লেনদেন (STR) শনাক্ত করা হয়েছে?	প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ে সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করার কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় কিনা? শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং এর জন্য Internal Reporting Mechanism চালু রয়েছে কিনা? শাখা/এজেন্ট/ইউনিট পর্যায়ে নিস্পত্তিকৃত Internal Report সংরক্ষণ করা হয় কিনা?		
১০. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, সার্কুলার, প্রশিক্ষণ রেকর্ড, বিবরণী ও অন্যান্য এএমএল/সিএফটি সংক্রান্ত বিষয়াবলীর আলাদা নথি প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয় কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয় কিনা? আইন, সার্কুলার ইত্যাদির কপি প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরবরাহ করা হয় কিনা?	সংরক্ষিত হয়ে থাকলে হ্যাঁ অথবা না হয়ে থাকলে না, আংশিক হলে কী কী সংরক্ষিত আছে তা লিখুন।		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	প্রধান কার্যালয়/শাখা/ এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয়ের বর্তমান-অবস্থা	গৃহীতব্য কার্যক্রম/সুপারিশ
১১. বিএফআইইউ মাস্টার সার্কুলার অনুসারে শাখায় PEPs, প্রভাবশালী ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার কোন হিসাব/পলিসি সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা?	উত্তর হ্যাঁ হলে এই হিসাব/পলিসি খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে?		
১২. বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় (শাখা, এজেন্ট এবং ইউনিটের ক্ষেত্রে), বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন বিষয়ক দুর্বলতা/অনিয়মসমূহ নিয়মিত করা হয়েছে কিনা?	না হয়ে থাকলে প্রতিবন্ধকতাসমূহ কী কী?		

প্রধান/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ	প্রধান কার্যালয়/শাখা/এজেন্ট/ইউনিট কার্যালয় ব্যবস্থাপকের নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ